৫.৪ স্বতন্ত্র অর্থনৈতিক অঞ্চল (Exclusive Economic Zone-EEZ) ঃ

অর্থনীতি প্রতিটি দেশের উন্নয়নের মাপকাঠি। এই অর্থনীতির উন্নয়ন ঘটাতে গিয়ে প্রতিটি দেশ স্থলভাগের সাথে ঐ দেশ সংলগ্ন জলভাগের (সমুদ্রের) বিভিন্ন সম্পদ আহরনের মধ্য দিয়ে অর্থনৈতিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে চায়। যেহেতু সমুদ্র বিবিধ সম্পদের আধার, সেই সমস্ত সম্পদের যথাযথ ব্যবহারের মধ্য দিয়ে আর্থিক উন্নয়ন সম্ভব। সুতরাং উপকূলবর্তী দেশগুলো স্থলভাগের সীমানা থেকে সমুদ্রের একটি নির্দিষ্ট দূরত্ব পর্যন্ত নৌচলাচল, মৎস্য আহরন, খনিজ তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস ও অনান্য সামুদ্রিক সম্পদ আহরনের উদ্দেশ্যে যে আঞ্চলিক বিস্তার ঘটায় তাই ঐ দেশের **অর্থনৈতিক অঞ্চল (Exclusive Economic Zone-EEZ)** নামেই পরিচিত। এই অঞ্চলটি শুধুমাত্র অর্থনৈতিক বিস্তারের ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচনা করা হয় তা নয়, একটি দেশের জলভাগের ভৌগোলিক সীমারেখাকেও নিয়ন্ত্রন করে। তাই যে কোন দেশ নিজ নিজ ইচ্ছায় সমুদ্রে অবাধ বিচরণ ক্ষেত্র গড়ে তুলতে পারে না।

1982 সালে United Nation Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) স্বতন্ত্র অর্থনৈতিক অঞ্চল (EEZ) এর সংজ্ঞা প্রদান করেছে। সেখানে বলা হয় সমুদ্রের তীরবর্তী প্রতিটি সার্বভৌম রাষ্ট্র সমুদ্রের নির্দিষ্ট দূরত্ব পর্যন্ত তার আধিপত্য বিস্তার করতে পারবে এবং সামুদ্রিক সম্পদের ব্যবহার করতে পারবে। **(EEZ as a zone in the sea over which a sovereing nation has certain special rights with respect to the exploration and use of marine resources, which includes the generation of energy from wind and water and also oil and natural gas extraction.)**

৫.৪.১ EEZ এর মূল কথা (Principle of EEZ) ঃ

- একটি দেশের স্থলভাগ সংলগ্ন জলভাগ ও তার পরবর্তী অংশ হল EEZ।
- এই অঞ্চল ভূমিসীমা (Baseline) থেকে সর্বাধিক 200 নটিক্যাল মাইল (370 কিমি) পর্য্যন্ত বিস্তৃত হতে পারে। এই ভূমিসীমা (Baseline) নির্দিষ্ট করা হয় সমুদ্র জলের নিম্নসীমা (Low Water Line) থেকে, যা উপকূলীয় রাষ্ট্রগুলি দ্বারা স্থীরিকৃত।
- 200 নটিক্যাল মাইল (370 কিমি) এর পরবর্তী স্থানিক সমুদ্র (Territorial Sea) এবং মহীসোপান (Continental Shelf) গুলি EEZ এর অন্তর্ভুক্ত নয়।

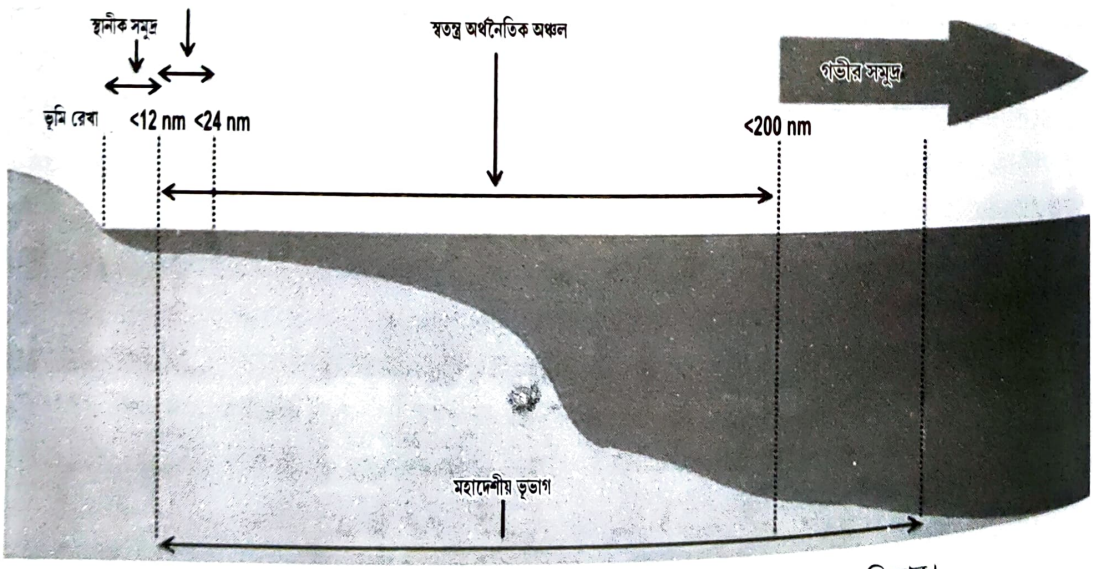

চিত্র-5.2 : স্বতন্ত্র অর্থনৈতিক অঞ্চল (EEZ) এর অবস্থানগত বিস্তার।

EEZ হল স্থলভাগের সংলগ্ন বা নিকটবর্তী অঞ্চল।

- প্রতিটি সার্বভৌম দেশ তার নিজ নিজ EEZ এর সমস্ত ধরনের প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর অধিকার রাখবে। সেই
- সাথে প্রতিটি দেশ পরিবেশ সংরক্ষণ ও অনান্য বিষয়গুলির জন্য নিজ নিজ আইন প্রনয়ন করতে পারবে।
- কোন দেশ অন্য দেশের EEZ এর মধ্যে স্বাধীনভাবে নৌ-চলাচলের অনুমতি পাবে কিন্তু কোনভাবে ঐ EEZ এর
- সম্পদ ব্যবহার করতে পারবে না **(চিত্র-5.2)**।
- প্রতিটি দেশ নিজ নিজ EEZ এর সমুদ্র পৃষ্ঠের নিম্ন অংশে (Below the Surface of Sea) সার্বভৌমত্ব কায়েম
- করতে পারবে। সমুদ্রের পৃষ্ঠীয় জল (Surface Water) আন্তর্জাতিক জল হিসেবে বিবেচিত হবে।

৫.৪.২ **উপকূলীয় দেশগুলোর যা যা করনীয় (Rights of the Coastal Country in the EEZ) ঃ**

সমুদ্র উপকূলবর্তী দেশ সমূহ নিজ নিজ স্বতন্ত্র অর্থনৈতিক অঞ্চলে (EEZ) যে ধরনের কাজ করতে সক্ষম তা নিম্নরূপ-

- স্বতন্ত্র অর্থনৈতিক অঞ্চলে (EEZ) জীবজ কিংবা অজীবজ প্রাকৃতিক সম্পদের অনুসন্ধান করা, কাজে লাগানো, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপন করা।
- সমুদ্রের জোয়ারীয় বল, সমুদ্রস্রোত ও সামুদ্রিক জলকে কাজে লাগিয়ে শক্তি উৎপাদন করা এবং সেই সাথে বায়ুশক্তিকে কাজে লাগিয়ে শক্তি উৎপাদন করা।
- EEZ এর মধ্যে থাকা দ্বীপগুলোকে যথাযথ ব্যবহার করা এবং সেই সাথে কৃত্রিম দ্বীপের স্থাপন ও ব্যবহার করা।
- নিরন্তনভাবে সমুদ্র বিজ্ঞানের গবেষণার কাজ চালিয়ে যাওয়া ও গবেষণালব্ধ নতুন নতুন কাজগুলির যথাযথ মূল্যায়ন করে EEZ এর অলীক সম্পদের (Phantom Pile) বৃদ্ধি ঘটানো।
- সামুদ্রিক পরিবেশকে রক্ষা করা ও অবক্ষয়ের হাত থেকে বাঁচিয়ে রাখা।

৫.৪.৩ **EEZ এর গুরুত্ব (Importance of EEZ) ঃ**

- United Nation Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) দ্বারা নির্দিষ্ট করা EEZ এর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল উপকূলবর্তী প্রতিটি দেশের স্থলভাগ যেমন নির্দিষ্ট সীমারেখা দ্বারা একে অপরের থেকে পৃথক ঠিক তেমনি জলভাগেও সীমারেখা নির্দিষ্ট করে দেওয়া। EEZ এর ফলে জলভাগে এই সীমারেখা খুব সহজেই চিহ্নিত করা সম্ভব হয়েছে।
- জলভাগে এই আঞ্চলিক বিভাজন না হলে অধিক সমৃদ্ধশালী কোন সামুদ্রিক অঞ্চলকে প্রতিটি দেশ অধিগ্রহনের চেষ্টা করত ফলে যুদ্ধ ছিল অনীবার্য। এই যুদ্ধকে খুব সহজেই ঠেকানো সম্ভব হয়েছে।
- জলভাগে সীমারেখা নির্দিষ্ট করার ফলে সামুদ্রিক সম্পদের যথেচ্ছ ব্যবহার নিয়ন্ত্রন করা গেছে।
- প্রতিটি দেশ সামুদ্রিক পরিবেশের বাস্তুতান্ত্রিক ভারসাম্য বজায় রাখতে সচেষ্ট। কেননা সমুদ্র হল প্রবাহমান সম্পদের আধার, কিন্তু অত্যধিক হারে ঐ সম্পদ আহরন করতে থাকলে এক সময় তা কমে গিয়ে সমুদ্রের প্রাকৃতিক সম্পদের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তাই EEZ এর দূষণ নিয়ন্ত্রন ও বাস্তুতান্ত্রিক ভারসাম্য রক্ষা করার জন্য UNCLOS এর পদক্ষেপ অনস্বীকার্য।

৫.৪.৪ **ভারতের স্বতন্ত্র অর্থনৈতিক অঞ্চল (Exclusive Economic Zone of India)**

United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) যে স্বতন্ত্র অর্থনৈতিক অঞ্চল (EEZ) নির্দেশিকা জারি করেছিল তা 1994 সালে পরিমার্জিত করে **জাতীয় অর্থনৈতিক আইন (National Economic Jurisdiction)** এর দ্বারা বিশ্বব্যাপী একটি নতুন নির্দেশিকা প্রনয়ন করে। সেখানে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয় প্রতিটি সার্বভৌম রাষ্ট্রের উপকূল থেকে 200 নটিক্যাল মাইল (370 কিমি) পর্য্যন্ত স্বতন্ত্র অর্থনৈতিক অঞ্চলে নিজ শাসন বলবৎ

করতে পারবে (চিত্র-5.3)। এই নির্দেশিকার 55 নম্বর ধারায় বলা হয় - "**The exclusive economic zone is an area beyond and adjacent to the territorial sea, subjected to the specific legal regime established in the part, under which the rights and jurisdiction of the coastal state and the rights and freedoms of other states are governed by the relevant provisions of this convertion.**"

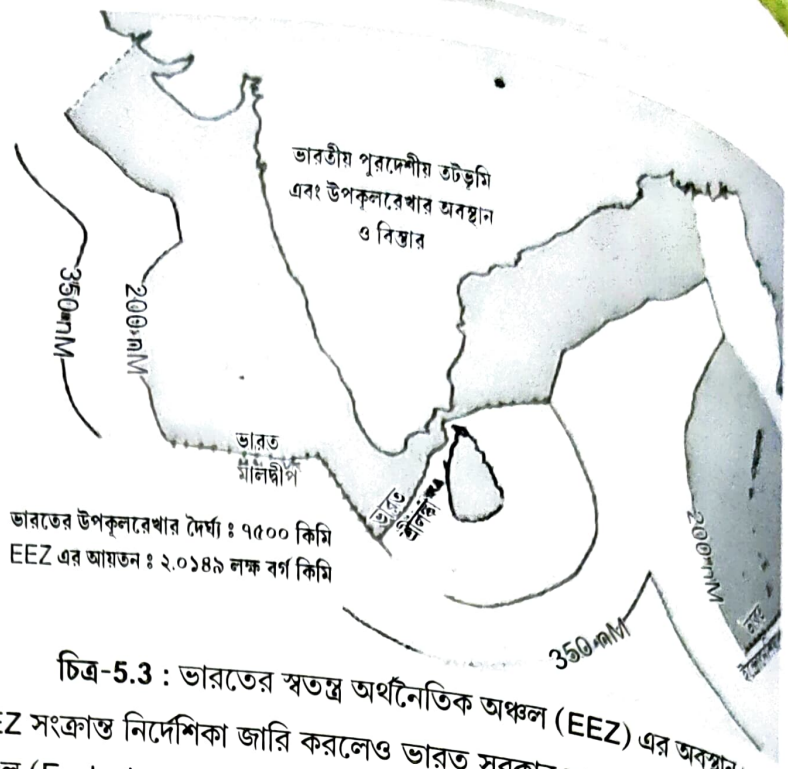

চিত্র-5.3 : ভারতের স্বতন্ত্র অর্থনৈতিক অঞ্চল (EEZ) এর অবস্থান।

1994 সালে UNCLOS-EEZ সংক্রান্ত নির্দেশিকা জারি করলেও ভারত সরকার তার অনেক আগেই অর্থাৎ 1976 সালে স্বতন্ত্র অর্থনৈতিক অঞ্চল (Exclusive Economic Zone-EEZ) সংক্রান্ত একটি আইন প্রনয়ন করে। সেখানে আভ্যন্তরীন জলভাগ, মহীসোপান, স্বতন্ত্র অর্থনৈতিক অঞ্চল ও অনান্য সামুদ্রিক অঞ্চল সমূহগুলিতে কীভাবে কাজ করলে আর্থিক সমৃদ্ধি ঘটবে তা উল্লেখ করা হয়। সেখানে Part-XII এর Chapter-III তে 297 ধারায় স্বতন্ত্র অর্থনৈতিক অঞ্চলের (EEZ) ভূমিকা উল্লেখ করা হয়। 1997 সালের জুন মাসে UNCLOS-III এর চুক্তিপত্রে স্বাক্ষরিত করে সম্মতি প্রদান করে ভারত সরকার। তবে এই চুক্তি পত্রে 22 লক্ষ থেকে 28 লক্ষ বর্গ কিমি অঞ্চলের পরিষ্কার কোন কথা উল্লেখ ছিল না। যার একটি অঞ্চল ছিল ভারত ও পাকিস্থানের জলসীমা এবং অপরটি হল শ্রীলঙ্কার খাঁড়ি। যেখানে নৌচলাচলের ব্যাপারে পরিষ্কার কোন কথা উল্লেখ করা ছিল না। যা পরে আলোচনা হবে বলে উল্লেখ করা ছিল।

৫.৪.৫ ভারতের স্বতন্ত্র অর্থনৈতিক অঞ্চলের কার্যকলাপ (Activities of EEZ in India) ঃ National Institute of Oceanography (NIO)-2018 এর মতানুসারে ভারতের মোট উপকূলরে দৈর্ঘ্য 7.500 কিমি এবং UNCLOS এর মতানুসারে EEZ এর পরিমান 21 লক্ষ 72 হাজার বর্গ কিমি। উক্ত অঞ্চলের সমস্ত রকম সামুদ্রিক সম্পদের ব্যবহারের সাথে সাথে নৌচলাচল এবং পরিবহন সংক্রান্ত সমস্ত জলযান চালাতে সক্ষম। যদিও এখনো পর্য্যন্ত EEZ এর **ভূবৈজ্ঞানিক মানচিত্র (Geo-Scientific Mapping)** সম্পন্ন হয়নি। সমুদ্র উপকূলবর্তী মানুষজনের মঙ্গলের জন্য, সামাজিক সমস্যাগুলো সমাধানের জন্য এবং পরিবেশগত বিপর্যয়গুলিকে ব্যবস্থাপন করার জন্য EEZ এর বিষয়ে বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণা খুবই তাৎপর্যপূর্ন।

বেশীরভাগ সমুদ্র উপকূলবর্তী দেশগুলি EEZ গুলির জন্য বিজ্ঞান ভিত্তিক মানচিত্র ও অনুসন্ধানমূলক কার্যকলাপ শুরু করে দিয়েছে। ভারতবর্ষ **একাদশ পঞ্চবার্ষিকী** পরিকল্পনায় **(2007-2012) Ministry of Earth Science (MOES)** এর তত্ত্বাবধানে EEZ এর মানচিত্রের কাজ শুরু করে। যেখানে ভারতের জাতীয় কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান **(National Centre for Antarctic and Ocean Research (NCAOR), National Institute of Oceanography (NIO), The National Institute of Ocean Technology (NIOT), Geological Survey of India (GSI)** এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সম্মিলিত প্রয়াসে EEZ এর মানচিত্র তৈরী ও

অনুসন্ধানমূলক গবেষণার কাজ ত্বরান্বিত হয়।

NIO এর মতানুসারে ভারতের EEZ এর ভূ-প্রাকৃতিক মানচিত্র সর্বাগ্রে জানা দরকার যা পললের চরিত্র নিয়ে তৈরী। তার জন্য মৌসুমী জলবায়ু ও হিমালয়ের ভূ-সংস্থান এর ওপর আলোকপাত করে Palioclimatic পঠন পাঠনের দিয়ে ঐ মানচিত্র তৈরী হওয়া দরকার। সেই সাথে সাথে সামুদ্রিক খনিজ গুলির উৎস ও প্রাচুর্য্যতা নিয়ে ধারাবাহিক মূল্যায়ন প্রয়োজন। এই ধারনা থেকেই ভারতের EEZ এর সুসংহত মূল্যায়ন করা সম্ভব হবে। MOES এর মতানুসারে 2018 এর 19 শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত ভারতের গভীর সমুদ্রের 30 শতাংশ মানচিত্র তৈরী হয়েছে।

ভারতীয় সামুদ্রিক মৎস্য আহরন মূলত পুষ্টি জাতীয় খাদ্যের যোগানের জন্য হয়ে থাকে, যেখানে মাছ ধরার অনুন্নত পরিকাঠামোর জন্য আঞ্চলিক মৎস্যজীবীরা অনেকাংশে পিছিয়ে পড়ে। ফলে EEZ থেকে পর্যাপ্ত মৎস্য আহরন করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। **P.S.B.R. James (2014)** এর রিপোর্ট অনুসারে ভারতীয় EEZ এ সম্ভাব্য মৎস্য সম্পদের পরিমান 39.2 লক্ষ টন, যেখানে 32 লক্ষ টন মৎস্য সম্পদ আহোরন করা হয়।

UNCLOS এর বিভিন্ন তথ্য বিশ্লেষণ করে Mathew-2009 সালে একটি রিপোর্ট পেশ করেন। তাঁর মতে 2005-06 এর তথ্য অনুসারে ভারতের সামুদ্রিক মৎস্য আহরনের অবক্ষয় হচ্ছে আভ্যন্তরীন মৎস্য ক্ষেত্রের বাড়বাড়ন্তের জন্য। তার ফলে সমুদ্র থেকে আহরিত মৎস্য জমায়েতের পরিমান বাড়ছে। ছোট ছোট মাছ আহরনের ফলে মাছের সংখ্যা কমছে সেই সাথে বাড়ছে মাছের আবর্জনার স্তুপ। তাই সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের গুরুত্ব বাড়ানোর জন্য করনীয় পদক্ষেপ সমূহ গ্রহন করা হয়েছে।

৫.৪.৬ ভারতের EEZ এর উন্নতি সাধনের গৃহীত পদক্ষেপ (Strategy for Development of Indian EEZ)ঃ

- কেন্দ্রীয়ভাবে মাছ ধরার আইন প্রনয়ন করা খুব দরকার সেই সাথে EEZ এ মাছ ধরার জলযান চলাচলের বিধিনিষেধ তৈরী করা।
- কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দিষ্ট অনুমতিপত্র ছাড়া EEZ গুলোতে মাছ ধরা যাবে না।
- **1981 সালের Fishing by Foreign Vessels** আইন অনুসারে বিদেশের কোন নৌযান ভারতীয় EEZ এ মাছ ধরতে না পারে তার দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।
- নির্দিষ্ট মাপের ফাঁস যুক্ত জাল উল্লেখ করে আইন প্রনয়ন করতে হবে। তার ফলে ছোট ছোট মাছগুলিকে রক্ষা করা যাবে। ফলে মাছ কখনো রূদ্ধ সম্পদে পরিনত হবে না।
- বাণিজ্যিক ও শিল্পের জন্য মাছের যোগান বাড়ানোর চিন্তাভাবনা করতে হবে, ফলে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাবে।
- প্রচলিত মৎস্য জীবীদের উৎসাহ যোগান ও ভূর্তুকি প্রদানের মধ্য দিয়ে মৎস্য শিকারে তাদের উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

৫.৪.৭ ভারতের EEZ এর সমস্যা (Problem of Indian EEZ)ঃ

ভারতীয় জলভাগে অপর একটি গুরুত্বপূর্ন সমস্যা হল জলদস্যু। 2008 থেকে 2012 এর মধ্যে শতাধিক জলদস্যুর আক্রমন হয়েছে ভারতীয় EEZ এ। The Indian Express, 2017 এর পরিসংখ্যান অনুসারে 2011 সালে জলদস্যু আক্রমনের সংখ্যাটি ছিল সর্বাধিক। ঐ বছর 237 টি জলদস্যু আক্রমনের সাক্ষী হয়ে আছে। এই জলদস্যুতা যে কোন দেশের খাদ্য ও সম্পদের অভাব সৃষ্টিতে সাহায্য করে। ভারতের উদ্দেশ্যে আসা কোন পন্যবাহী জাহাজ বা যে কোন সামুদ্রিক জিনিসপত্র জলদস্যুরা ছিনিয়ে নিয়ে অবৈধ কার্যকলাপকে ত্বরান্বিত করে। এই ধরনের কার্যকলাপে কোন পুষ্টিগত মূল্য থাকে না কিন্তু বাণিজ্যিক মূল্য থাকে অনেক বেশী। তাই নৌসেনা নিযুক্ত করে এই ধরনের সামুদ্রিক অবৈধ্য কার্যকলাপ বন্ধ করতে হবে।

জলদস্যু ও চোরাশিকারের সাথে সাথে ভারতীয় EEZ এর অপর একটি সমস্যা মাথাচাড়া দিয়ে বেড়ে উঠছে, তা

হল- যথেচ্ছ মাত্রায় স্বাধীনভাবে নৌচলাচল। ভারত সরকার অনুমোদন অপেক্ষা অনেক বেশী মাত্রায় অনুমোদন অবৈজ্ঞানিক নৌকা EEZ এ চলাচল করে। প্রচলিত নৌকো যথেচ্ছ মাত্রায় মৎস্য শিকার করে। যার ফলে সার্বিক বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে এবং নির্দিষ্ট কিছু প্রজাতির মাছ বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। নির্দিষ্ট আইন প্রনয়ন করে যথেচ্ছ স্বাধীনভাবে নৌচলাচল ও প্রাচীন প্রথায় মৎস্য শিকার বন্ধ করতে হবে।

৫.৪.৮ ভারতের বর্ধিত EEZ (Extension of EEZ of India) ঃ

ভারতের EEZ এর বর্তমান এলাকার থেকে প্রায় দ্বিগুন করার জন্য ভারত সরকার United Nation (UN) এর কাছে আবেদন করে। মূল উদ্দেশ্য ছিল পুরোদেশীয় তটভূমি থেকে খনিজ তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস উত্তোলন করা। UNCLOS এর নিয়ম অনুযায়ী যে কোন উপকূলবর্তী দেশের মহীসোপানের বিস্তার যদি 200 নটিক্যাল মাইল এর থেকে বেশী হয় তাহলে সেই দেশ তার EEZ এর অধিক বিস্তারের জন্য আবেদন করতে পারে। সেই কারণে 2010 সালে পুরোদেশীয় তটভূমি (Off Shore) থেকে খনিজ তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস উত্তোলন করার জন্য EEZ এর বিস্তার ২০০ নটিক্যাল মাইল থেকে 350 নটিক্যাল মাইল করার জন্য 6000 এর বেশী পৃষ্ঠা যুক্ত একটি আবেদন পত্র ভারত সরকার UNCLOS এর কাছে জমা দেয় (P. Sunderanjan, 2011) **(চিত্র-5.4)**।

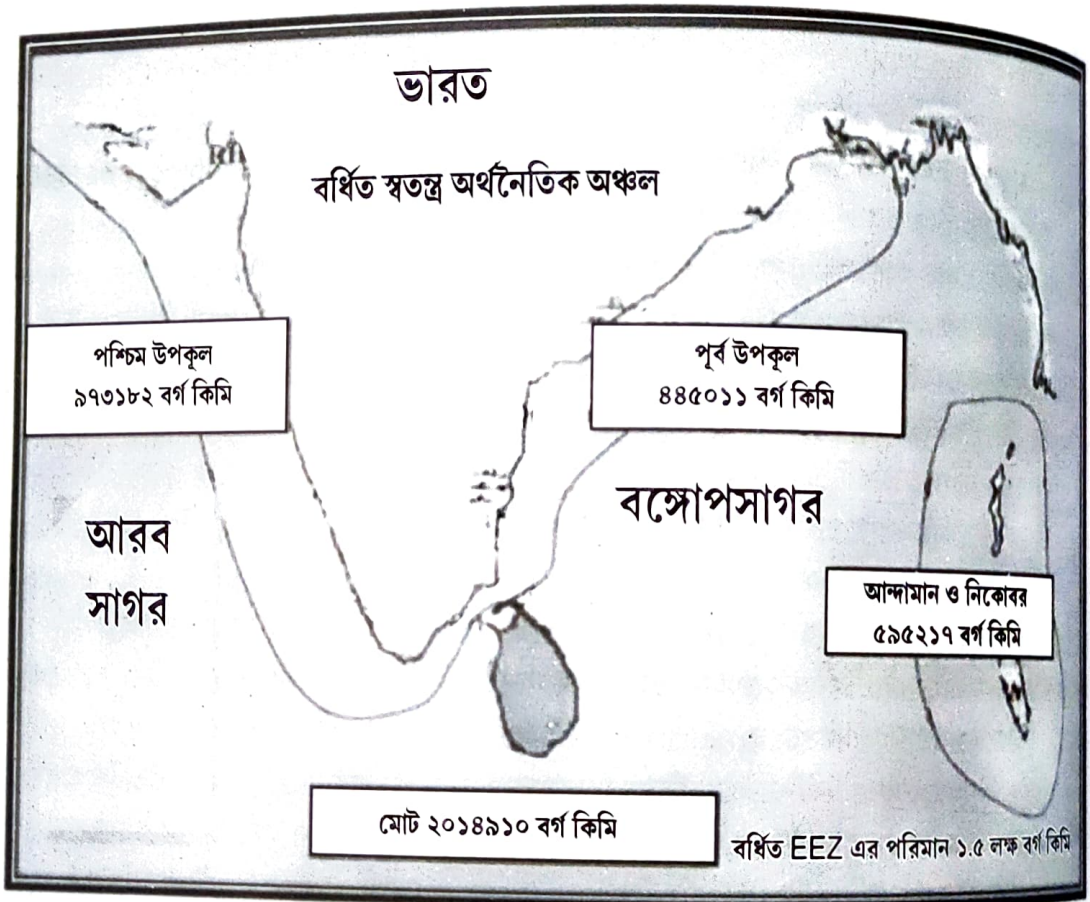

চিত্র-5.4 : ভারতের বর্ধিত স্বতন্ত্র অর্থনৈতিক অঞ্চলের অবস্থান।

ভারতের পরিপ্রেক্ষিতে এই EEZ এর বিস্তার ঘটানো খুবই কঠিন, কেননা প্রতিবেশী দেশগুলির অবস্থান অর্থাৎ পাকিস্থান, মালদ্বীপ, শ্রীলঙ্কা ও বাংলাদেশ এবং সেই সাথে অনান্য সমুদ্র ভ্রমণের দেশ সমূহের (মায়ানমার, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড) অবস্থান EEZ এর সীমানা নির্ধারন ও বর্ধিত করার ক্ষেত্রে অন্তরায় সৃষ্টি করছে। যদি ভারতীয় EEZ এর বিস্তার

না হয় তা ঐ সমস্ত দেশগুলির EEZ গুলি পর্যাপ্ত বিস্তৃত হবে। ভারত 1995 থেকে UNCLOS এর সদস্য দেশ। তাই হয়েই আইন ভঙ্গ করার নীতি গ্রহন করে নতুন EEZ থেকে সম্পদ আহরণ করতে গেলে দ্বন্দ্ব অনিবার্য (R. Srivastava & A.K. Akola, 2017)।

পরিশেষে একথা বলা যায়, ভারতের আভ্যন্তরীন কিছু সমস্যা, EEZ এর মানচিত্র ও গবেষণায় এবং নতুন উপকূলীয় অঞ্চলের থেকে সম্পদ আহরনের তথ্যের অসংগতির মধ্যে সর্বদা দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হচ্ছে। তাই পর্যাপ্ত মাত্রায় পাহারাদার নিয়োগ করে বৈদেশিক জলযান (মুলত জলদস্যু ও চোরা শিকার) প্রতিহত করা খুব দরকার। সেই সাথে ব্যবস্থার স্বাধীনতা ও নিপুন দক্ষতার মধ্য দিয়ে EEZ এর ব্যবস্থাপনা করার মধ্য দিয়েই ভারতীয় EEZ এর সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা সম্ভব। চোরাশিকার ও জলদস্যু নিয়ন্ত্রন করে বৃহৎ মাপের মৎস্য আহরন ক্ষেত্র তৈরী করে দেশীয় আয় বাড়ানো দরকার। যেহেতু EEZ এর বিস্তার তেমনভাবে ঘটানো সম্ভব নয় তাই আইন প্রনয়ন করে উক্ত EEZ এর দূষণ ও ক্ষয় কমিয়ে সুস্থায়ী উন্নয়নের লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে হবে।